আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬/১২/২০১৬

চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে রুইয়ার বিরুদ্ধে।

বন্দিদশা
ব্যারাকপুর আদালতে পবন রুইয়া। — সজল চট্টোপাধ্যায়

ধুলাগড়ে বাম-কংগ্রেস

■ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবিতে হাওড়ার ধুলাগড়ে সরব হল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে পানিয়াড়ায় সমাবেশ করে শনিবার হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) পুলিশ সুপারের কাছে দাবিপত্র দিয়েছিলেন বাম নেতারা। সমাবেশে হাজির ছিলেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীও। ধুলাগড়ে গিয়ে রবিবার একই দাবি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

গাফিলতির জের

■ ফের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। রবিবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনা। এ দিন সকালে খণ্ডঘোষের বাসিন্দা অষ্টম মায়া (৩২) ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন। ভাইপো কিশোর মায়ার অভিযোগ, "ডাক্তারকে বারবার বলা সত্ত্বেও চিকিৎসা শুরু করেননি।" তাঁরা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান।

ক্যানিংয়ে আগুন

■ ক্যানিংয়ে ভস্মীভূত হল ১৫টি দোকান। শনিবার রাতে স্টেডিয়াম মোড়ের কাছে প্রথমে একটি দোকানে আগুন লাগে। তারপর আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। কিন্তু দমকল দেরিতে এসেছে বলে অভিযোগ। দমকল সূত্রে খবর, জল ভরে আনতে গিয়ে দেরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। প্রায় ২২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

প্রহৃত নেত্রী

■ পূর্ত দফতরের জমি দখল করে পাকা নির্মাণের কাজে বাধা দিয়েছিলেন তিনি। আর সেই কারণেই এগরা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সালেহা বিবিকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ১২ ডিসেম্বরের। তখন অভিযোগ জানানো হয়নি। কিন্তু ওই নেত্রী পরে গুরুতর অসুস্থ হন। এখন তিনি কলকাতার হাসপাতালে। এর পরই তাঁর পুত্রবধূ পুলিশে ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান।

দুর্ঘটনা, জখম ৪

■ দু'টি পৃথক দুর্ঘটনায় বড়দিনের সকালে হুগলিতে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে জখম হলেন চার জন। সিঙ্গুরের সিংহেরভেড়ি এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে পর পর দু'টি ট্রাক, একটি বাস এবং একটি মোটরবাইক ধাক্কা মারে। দু'টি ট্রাকের চালক জখম হন। সব গাড়িগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে দাদপুরের আমিরা ক্রসিংয়ের কাছে। মোটরবাইকে বন্ধুদের সঙ্গে 'রেস' করছিলেন সাঁতরাগাছির কিছু যুবক। দুই সওয়ারি ছিটকে পড়েন।

করেছে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে গুরুতর জখম মিঠুকে প্রথমে হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে আর দু'টি হাসপাতাল ঘুরে তাঁকে স্থানান্তরিত করানো হয়েছিল এসএসকেএমে। শনিবার দুপুরে মিঠু সেখানেই মারা যান। রবিবার তাঁর বাবা মনোরঞ্জন দাস জামাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। রবিবারই কুচলিয়া গ্রাম থেকে সিদ্ধার্থকে পুলিশ ধরে। পুলিশ জানায়, খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

মনোরঞ্জনবাবু বলেন, "সাধ্যমতো

অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাপের বাড়ি থেকে জমির ভাগ না নিয়ে আসায় এক বধূকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। মালদহের রতুয়ার ফরিদপুরে শনিবার রাতের ঘটনা। মৃতার নাম শুকতারা বিবি (২৬)। বধূর স্বামী ও শাশুড়ি পালিয়ে গেলেও শ্বশুর মঞ্জুর হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

কোনও না। মিঠু কাজ ক চালাতেন। বছরের রয়েছে। বিয়ের প মিঠুর স্বামী পণের জ চালাত। কি জামাইয়ের মেটাতে প পেশায় মিস্ত্রি মনে শ্বশুরবাড়িতে মারধরের একবার হা ভর্তি হতে হয়েছিল বলেও সে বার মেয়েকে নিজের ক রেখেছিলেন মনোরঞ্জনবাবু। সিদ্ধার্থ সকলের হাতে-প স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ব বাপের বাড়ির লোকজনের দ

ফের অশান্ত সাবেক ছি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল সাবেক ছিটমহল পোয়াতুরকুঠি। রবিবার সকালে দুই তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরেই সেখানে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ, শাসক দলের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। অভিযোগ, সেখানে প্রকাশ্য সভায় রবীন্দ্রনাথবাবু নাম না করে বিজেপি নেতাদের 'বেঁধে রাখতে' দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন। দলের মহিলা কর্মীদের বলেন, "আপনারা বহিরাগতদের ঝাঁটাপেটা করবেন।" উদয়নবাবুও সরাসরি হুমকি দেন, বিজেপি নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত উস্কানি ছড়াচ্ছেন। উদয়নবাবু কর্মীদের বলেন, দীপ্তিমান সাবেক ছিটমহল এলাকায় বাধা দিতে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী কেন তিনি এমন কথা ব রবীন্দ্রনাথবাবুর জবাব, "ক বোঝাতে চাইছিলাম, যারাই গো করবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তুলতে হবে।" উদয়নবাবুরও একই রকম। তিনি বলেন, "কো এলাকা উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে হলে তাঁকে বাধা দিতেই হবে।"

দীপ্তিমানবাবুর কথায়, যে শাসক দলের দায়িত্ববান নেতারা বলছেন, তা ভাবাই যায় না। বলেন, "এই ভাবে আক্রমণ ক পরে যদি বিচার না পাই, তা বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে।"

আম-দরবারে ব

নিজস্ব সংবাদদাতা: শারদোৎসব তো বটেই। ইদ ও দীপাবলিতেও হয়েছে। বড়দিনটাই বা তা হলে বাকি থাকে কেন?

উৎসবের মেজাজের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে এ বার বড়দিনেও মানুষের দরবারে পৌঁছনোর চেষ্টায় নামল সিপিএম। শহরে বড়দিন উদযাপনের প্রাণকেন্দ্র পার্ক স্ট্রিটে পুস্তক বিপণি খোলা হল দলের যুব ও ছাত্র সংগঠনের আয়োজনে। চিরাচরিত খানাপিনার ভিড়ের মাঝে শনি ও রবিবার বহু মানুষ যে স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বইয়ের পাতা উল্টে দেখেছেন, তাতে জনসংযোগের লক্ষ্য অনেকটাই পূরণ করা যাচ্ছে বলে সিপিএম নেতৃত্ব মনে করছেন। আগামী দিনে কলকাতার বাইরে অন্যত্রও এই উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে।

দুর্গাপুজোর মণ্ডপ চত্বরে সাহিত্যে স্টল দেওয়া বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি বহু দিনের রেওয়াজ। গত কয়ে বছর ধরেই সিপিএম নেতারা দলা বার্তা দিচ্ছেন, সামাজিক উৎস আরও বেশি করে সামিল হতে হ মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছনো জন্য। এর সঙ্গে ধর্মাচরণের কোন সম্পর্ক নেই। সেই নতুন ভাবনার সূ ধরেই এ বছর ইদের সময়ে নিজেদে ছবি সংবলিত শুভেচ্ছা-বার্ত বিলি করেছেন সিপিএমের নেতা-বিধায়কেরা। দুর্গাপুজো ও দীপাবলিতে তার পাশাপাশি রাস্তায় হোর্ডিং-ফ্লেক্স দেওয়া হয়েছে আম জনতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে। যা আগে কখনও সিপিএম করেনি। এ বার বড়দিনে পুস্তক বিপণি

দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা বর্ধমান মেডিক্যালে

আজকালের প্রতিবেদন: বর্ধমান, ২৫ ডিসেম্বর— বড়দিনের উৎসবের মাঝেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মৃতের নাম অষ্টম মান্না (৩৮)। তাঁর বাড়ি খণ্ডঘোষ থানার রাউতারা গ্রামে। অভিযোগ, চিকিৎসা না করে দীর্ঘ ৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ওই রোগীকে ট্রলিতেই ফেলে রাখা হয়। এতে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। এই অভিযোগ তুলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখান রোগীর আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য রোগীর পরিবারের লোকেরা। উত্তেজিত জনতা ক্রমশ মারমুখী হয়ে উঠলে তাঁদের বাধা দেয় হাসপাতালের ক্যাম্পে থাকা পুলিস ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। তাতে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিও হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবস্থা সামাল দেয় পুলিস। পরে মৃতের পরিবারের লোকেরা হাসপাতালের সুপারের কাছে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ইন্দ্রনীল ব্যানার্জির বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে তাঁর কঠোর শাস্তির দাবি জানান। মৃতের ভাই সন্দীপ মান্না ও ভাইপো কিশোর মান্না জানান, অষ্টম মান্না মাছ ব্যবসায়ী।

এদিন ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বাজারে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁদের বক্তব্য, পথে বর্ধমান-আরামবাগ রাস্তায় বুজরুকদিঘির কাছে বিপরীতমুখী একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর জখম হন অষ্টম। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষ তাঁকে গুরুতর জখম অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে আমরাও আসি। কিন্তু আমরাও এসে দেখি জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ইন্দ্রনীল তাঁকে ভর্তি না করে ট্রলিতেই ফেলে রেখেছেন। বারবার ওই চিকিৎসককে অনুরোধ করার পরও রোগীকে একবারের জন্যও ধরে দেখেননি যে তাঁর কী হয়েছে! তাঁকে একবার চক্ষু বিভাগে ও একবার সার্জারি বিভাগে নিয়ে যেতে বলে দড়ি টানাটানি করছিলেন তিনি। এতে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়ে ওই ট্রলিতেই ছটফট করতে করতে মারা যান বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন।